১৩

ঈশ্বরের লোকদের জন্য বিশেষ বাক্য

বাইবেলের বর্ণনার উপরে ভিত্তি করে কখনও কি স্বর্গের চিত্র অঙ্কন করেছেন? আমরা যেভাবে আশা করি উহা তাহার চেয়ে আলাদা হয়ে থাকবে। আমাদের কল্পনার চেয়ে মহান আমাদের স্বর্গীয় বাড়ি হবে এবং জাগতিক স্বর্ণ, সুবর্ণ গ্লাস এবং মুক্তার চেয়েও গৌরবযুক্ত যাহার দ্বারা উহার বর্ণনা করা হয়েছে।

একই সত্য তাহাদের জন্যও, যাহারা চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন ঈশ্বরের সংবাদ বাহকদের দ্বারা বর্ণিত "রাজ্য" এবং "মণ্ডলীকে।" এই শব্দ গুলি বাক্যে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণের পরিকল্পনার কথা বুঝতে আশাও করতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঐ শব্দ দুটির অর্থ বুঝতে না পারব।

"রাজ্য" শব্দটি

ঈশ্বরের রাজ্যকে রাজ্য হিসেবে ভাববানীতে বলা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে বাইবেলের উভয় নিয়মে। ইহার সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে (ভাববানীতে) এবং নতুন নিয়মের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং প্রেরিত ২ অধ্যায়ে এবং নতুন নিয়মের বাকী অংশে, উহাকে দেখানো হয়েছে সত্যিকারে পৃথিবীতে উপস্থিত হিসেবে। যেহেতু রাজ্যকে ভাববানীতে নানা ধরনের বাক্যালংকারে এবং চিহ্ন দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে, ভাববাদীদের দেয়া চিত্রের চয়েও উহার

সত্যিকারের বাস্তব অস্তিত্ব বিশাল ও অধিক গৌরবময়। ভাববানীর চিত্র সঠিক ছিল, কিন্তু উহা নিগূঢ়তত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অন্য অর্থে ব্যবহৃত ভাষার কারণে যাহা উহাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

"রাজ্য" শব্দটি নতুন নিয়মে যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি পুরাতন নিয়মেও, কিন্তু আমরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিব নতুন নিয়মের ব্যবহারের উপরে। পুরাতন নিয়মের ভাববানীর পরিপূর্ণতা হিসেবে ঈশ্বরের রাজ্যকে নতুন নিয়মে উপস্থিত করা হয়েছে। কেহ খ্রীষ্টের মণ্ডলী সম্পর্কে সঠিক ধারনা নিতে ভুল করবে, যদি সে উল্লেখিত শব্দগুলি বাইবেলে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ভাবে না বুঝতে পারে। (বার্তি সংযুক্তি ৪ দেখুন 302 পৃষ্ঠায়।)

আসুন এই শব্দটি তিন দিক হতে যাচাই করি, উহার প্রতিটি খ্রীষ্টের সৃষ্ট মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে ইহার ব্যবহার

"রাজ্য" শব্দটি প্রথমে বাইবেলে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করেছে, একজনের উদ্দেশ্যে বলা যায়, যিনি এক রাজ্যের প্রধান, ক্ষমতাধারী, সম্রাট উক্ত রাজ্যের শক্তিশালী শাসক।

"রাজ্য" শব্দটির রাজনৈতিক ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় ইস্রায়েল জাতির সাথে যিহোবার সম্পর্ক দিয়ে। ইস্রায়েলের ইতিহাসের প্রথম দিকে, ঈশ্বর ছিলেন তাহাদের রাজা। তিনি ছিলেন তাহাদের সার্বভৌম সরকারের প্রধান, অনুরূপ ভাবে তিনি তাহাদের ধর্মেরও প্রধান ছিলেন। ইস্রায়েলের সরকার তখন ছিল ঈশ্বর শাসিত রাষ্ট্র, একটি জাতি ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত। মোশি ও ইস্রায়েলের সন্তানগন যখন দেখল ঈশ্বর মিশরীয়দের সূপসাগরে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তখন তাহারা গেয়ে ছিলেন, "সদা-প্রভু যুগে যুগে অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন" (যাত্রা ১৫:১৮)। ইস্রায়েল সিনয় পর্বতে অবস্থানকালে, প্রভু কর্তৃক ঐ জাতিকে বলা হয়েছিল, "এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার৷ আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে" (যাত্রা ১৯:৫,৬এ)। যিহোবা

ইস্রায়েলদের এক ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যাহার দ্বারা তাহারা জীবন যাপন করবে এবং তাহার নামে সব ধরনের বিচার ও ধর্মীয় কার্যাবলী পরিচালনা করবে। তিনি ইস্রায়েলদের যুদ্ধে পরিচালনা দিতেন এবং তাহাদের বিজয়ের সম্মান গ্রহণ করতেন (গণনা ২১:৩৪)। তিনি ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন, একটি জাতি তাঁহার অধীনে শাসিত, ইস্রায়েল ছিল তাঁহার অধিকার।

শমূয়েলের সময়ে, ইস্রায়েল তাহার চারপাশের রাজ্য গুলির মত নিজেদের রাজ্য গড়তে চেয়েছিল এবং তাই তাহারা ঈশ্বরের কাছে একজন জাগতিক রাজা চাইল। ঈশ্বর সকলের অনুরোধের নিশ্চয়তা দিলেন এবং তাহাদের প্রথম রাজা হিসেবে শৌলকে দিলেন। সাধারণত যে অর্থে রাজা ব্যবহৃত হয় ইস্রায়েলের রাজাকে সেই ভাবে সার্বভৌম অধিকারী করে অধিকার দেওয়া হয় নাই। রাজা ঈশ্বরের সহকারী শাসক এবং সেবক হিসেবে ঈশ্বরের অধীনস্থ ছিলেন। তাহার ক্ষমতা ছিল মোশির ব্যবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি যিহোবার সেবক থাকবেন এবং তিনি ঈশ্বরের জাগতিক প্রতিনিধি হিসেবে কার্য্য করবেন। তাহার দায়িত্ব ছিল ইস্রায়েলকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করা, ইস্রায়েলদের ধার্মিকতায় পরিচালনা করা এবং জাতিকে একতায় ধরে রাখা।

রাজনৈতিক হিসেবে একটি রাজ্যে থাকবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী একজন রাজা, একটি এলাকা, শাসনের জন্য অধীনস্থ লোকজন, এবং রাজার তৈরি ব্যবস্থা যাহা দ্বারা তিনি শাসন করবে। রাজ্য ছোট অথবা বড় হতে পারে, তাহার একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকতে পারে অথবা যাযাবর জাতি হতে পারে। "রাজ্য" শব্দের প্রধান ধারণা হল একজন রাজার ব্যবস্থা এবং ঐ রাজার অধীনস্থ নাগরিক থাকবে।

ভাববানীতে ইহার ব্যবহার

বাক্যে "রাজ্য" শব্দটি ভাববানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক শব্দটি পবিত্র আত্মা কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে কোন

কাজের ভাববানী করতে যাহা ঈশ্বর এই পৃথিবীতে করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন পৃথিবীর সর্বশেষ যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান যুগে।

পুরাতন নিয়মে "রাজ্য" সম্পর্কিত একটি প্রধান ভাববানী পাওয়া যাবে দানিয়েলের ২য় অধ্যায়ে। পবিত্র আত্মার সহায়তা দ্বারা দানিয়েল লিখেছেন, "আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে" (দানিয়েল ২:৪৪)। রাজ্য সম্পর্কিত দানিয়েলের প্রকাশিত ভাববানীতে একটি সত্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, উহা একটি বিশেষ ধরনের রাজ্য হবে, অথবা এক রাজার শাসন, স্বর্গীয় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। দ্বিতীয়ত, এটা এমন একটি রাজ্য হবে যাহার শেষ হবে না অথবা চিরস্থায়ী রাজ্য হবে। তৃতীয়ত, ক্ষমতায় ও স্থায়িত্বে ইহা পৃথিবীর অন্য সকল রাজ্য অপেক্ষা ঊর্ধ্বে থাকবে।

অধিকন্তু, ঈশ্বরের রাজ্য আসতেছে এই ভাববানীর একটি বিশেষ স্থান ছিল বাপ্তিস্ম দাতা যোহনের প্রচারে (মথি ৩:১,২), এবং যীশুর প্রচারে ও শিক্ষায় (মথি ৪:১৭)। খ্রীষ্টের দ্বারা সু-সমাচার প্রচার ছিল রাজ্যের সম্পর্কে সু-সমাচার (মথি ৯:৩৫)। বার জন শিষ্য ও সত্তর জন (লূক ১০:১-২০) যীশুর দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন ঘোষণা করতে যে ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকটে (মথি ১০:৭; লূক ১০:৯)। যীশুর দেওয়া দৃষ্টান্তের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের অধিক রাজ্য সম্পর্কে সত্য উন্মোচন করেছে। যীশু তাহার শিষ্যদের রাজ্য আসার জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিয়ে ছিলেন (মথি ৬:১০)।

যতবার যোহন এবং যীশু রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই সকলের উপরে ভিত্তি করে, অনেক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। প্রথমত, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় রাজ্য আসার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের আগমন নিকটবর্তী ছিল, "আরম্ভ হইতেছে" অথবা "সন্নিকট।" তৃতীয়ত, যে রাজ্য আসিতেছিল তাহা ছিল স্পষ্ট ভাবে দানিয়েল ভাববাদীর ভাববানীর পরিপূর্ণতা। চতুর্থত, রাজ্যের উপস্থিত হওয়া ছিল ঈশ্বরেরই কর্ম, মানুষের নয়। পঞ্চমত, যখন উহা উপস্থিত হয়েছিল, সেই রাজ্যে সকলে প্রবেশ করতে পারত

যদি তাহারা ঈশ্বরের দেওয়া প্রবেশের শর্ত সমূহ পূরণ করত (যোহন ৩:৫)।

প্রেরিত ২য় অধ্যায়ের পর থেকে রাজ্যকে বাস্তব অস্তিত্বে, উপস্থিত রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু নীকদীমকে বলেছিলেন, "যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না" (যোহন ৩:৫)। কিন্তু শমরিয়াতে ফিলিপের দ্বারা খ্রীষ্টকে প্রচারে লূক লিখেছেন, "কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সু-সমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল" (প্রেরিত ৮:১২)। ফিলিপ এই সংবাদ প্রচার করতে পারতেন না যদি রাজ্য উপস্থিত না হত।

ভাববানীতে "রাজ্য" শব্দটির ব্যবহারে, তাহাদের উপরে এই জগতে ঈশ্বরের রাজত্ব হিসেবে দেখান হয়েছে, যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেদের সমর্পণ করেছেন। ইহা রাজত্ব করা এবং রাজ্য বুঝায়– সমস্ত জীবনের উপরে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজত্বকে "রাজত্ব করা" বুঝায় এবং রাজ্যকে আধ্যাত্মিক এলাকা বুঝায় যেখানে ঈশ্বরের রাজত্বকে দেখা যাবে। খ্রীষ্টের এই রাজকীয় শাসন করাকে বুঝানো হয় "মণ্ডলী" শব্দ দিয়েঃ যেমন যে কেহ সু-সমাচার গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে খ্রীষ্টের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ ছেড়ে দিবে, সে খ্রীষ্টের দেহে নীত হয়েছে, যাহা মণ্ডলী; সেই মণ্ডলীর মস্তকের অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে জীবন যাপন করবে, এই জগতে ঈশ্বরের রাজ্য হিসেবে জীবন যাপন করে। সকলের হৃদয়ে খ্রীষ্টের এই রাজা হিসেবে শাসনই মণ্ডলী সৃষ্টি করে। অতএব, "ঈশ্বরের রাজ্য" এবং "খ্রীষ্টের মণ্ডলী" উক্তির অর্থ একই হবে, যীশু যাহা মথি ১৬:১৮,১৯ পদে প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান কালে ইহার ব্যবহার

"রাজ্য" শব্দটির রাজনৈতিক পটভূমিতে, ভাববানীতে, এবং নতুন নিয়মে ব্যবহার, বর্তমান কালে আমাদেরকে উহা যথাযথ ভাবে

করতে বাধ্য করে।

প্রথমত, ভাববানীর পরিপূর্ণতা হিসেবে উহাকে ব্যবহার করতে হবে। দানিয়েল যে রাজ্য সম্পর্কে ভাববানী করেছিলেন তাহা উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবীতে রাজার রাজত্ব তৈরিতে ঈশ্বরের যে বিশেষ কাজ ছিল, একটি রাজত্ব যাহাতে একটি আধ্যাত্মিক রাজ্য থাকবে, তাহা এখন উপস্থিত। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে তাহারা রাজার রাজত্বে প্রবেশ করেছে। ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের ভাববানী সম্পূর্ণ ভাবে পরিপূর্ণতা পেল।

দ্বিতীয়ত, "রাজ্য" শব্দটি আমাদেরকে বর্তমান কালের বর্তমান বাস্তব অস্তিত্ব হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্য আসতেছে বলে এমন আর কোন কিছু নেই। যাহারা আজ্ঞানুবর্তী বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহার মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছেন খ্রীষ্ট তাহাদের উপরে রাজত্ব করতেছেন। এক কথায় আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিৎ নয় যে, "তোমার রাজ্য আইসুক," বরং এই প্রার্থনা করা উচিৎ যে, "আমি যেন তোমার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ ভাবে আমার জীবনকে সঁপে দিতে পারি, যেন তুমি আমার জীবনে রাজত্ব করতে পার এবং আমি যেন তোমার রাজ্যে জীবন যাপন করতে পারি।"

তৃতীয়ত, এই শব্দটিকে জগতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজত্ব হিসেবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত লোক হিসেবে, মণ্ডলী হল, তাঁহার রাজ্যের জাগতিক অংশ। যীশু এবং নতুন নিয়মের লেখকগণ দেখিয়েছেন যে, মণ্ডলী হল ঈশ্বরের রাজ্য অথবা খ্রীষ্টের রাজ্য যাহা উপস্থিত হয়েছে। রাজার অধীনে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় নাগরিক, এবং রাজ্য। এই আজ্ঞানুবর্তী বিশ্বাসীদেরকেই যীশু তাঁহার মণ্ডলী বলে অভিহিত করেছেন (মথি ১৬:১৮,১৯)।

চতুর্থত, উক্ত শব্দটিকে আমাদের একটি আধ্যাত্মিক শাসন হিসেবে দেখতে হবে। বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানগন বর্তমানে খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক শাসনের অধীনস্থ এবং আশা করা হবে যেন ঈশ্বরের, যীশুর, এবং পবিত্র আত্মার সাথে অনন্তকালে সম্পূর্ণভাবে নিকট সম্পর্কে প্রবেশ করতে

পারে। মণ্ডলী হল বর্তমান রাজ্য, কিন্তু ইহার সদস্যগণ অপেক্ষায় থাকবে অনন্তকালীন রাজ্যের জন্য, যে রাজ্য আসতেছে। "রাজ্য" শব্দটি ভবিষ্যৎ অর্থেও প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট বলেছেন, "যাহারা আমাকে হে প্রভু হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, ..." (মথি ৭:২১)। পৌল লিখেছেন, "প্রভু আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম হইতে রক্ষা করিবেন এবং আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন। যুগ-পর্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন" (২তীম ৪:১৮)। পৌল ঈশ্বরের রাজত্বে ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি রাজ্যকে দেখেছেন পুরাতন এবং নতুন নিয়মের ভাববানীর পরিপূর্ণতা, উভয় ক্ষেত্রেই, বর্তমানে সত্যিকারে মণ্ডলীর বাস্তব অস্তিত্বে যাহা খ্রীষ্ট তৈরি করেছেন এবং অনন্তকালীন পরিপূর্ণতায়।

যেকেহ নতুন নিয়ম অধ্যয়ন করে, সে ক্রমানুসারে "রাজ্য" শব্দটির কম ব্যবহার দেখতে পাবেন, আর তাহা "স্বর্গ রাজ্য হউক," "ঈশ্বরের রাজ্য হউক," অথবা অন্য কোন রাজ্য অর্থে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হউক। রাজ্য সম্পর্কে মথিতে ৪৯ বার, মার্কে ১৫ বার, লূকে ৩৯ বার, যোহনে ৫ বার, প্রেরিত এ ৮ বার, ১৪ বার পৌলের পত্রে, ২ বার সাধারণ পত্রে, ২ বার ইব্রীয়তে এবং প্রকাশিত বাক্যে ৩ বার উল্লেখ আছে। অতএব, নতুন নিয়মে "রাজ্য" শব্দটির পর্যায়ক্রমে কিন্তু কম ব্যবহার দেখা যায়। (বার্তি সংযুক্তি ৪ দেখুন 302 পৃষ্ঠায়।)

মথি হল একমাত্র নতুন নিয়মের লেখক যিনি "স্বর্গ রাজ্য" কথা ব্যবহার করেছেন। মার্ক, লূক, এবং যোহন শুধুমাত্র "ঈশ্বরের রাজ্য" ব্যবহার করেছেন। যখন "রাজ্য" শব্দটির ব্যবহার কমতে থাকল তখন যে কেহ প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীতে গেলে "মণ্ডলী" কথার বৃদ্ধি দেখতে পাবে। মনে হয় "রাজ্য" শব্দটি যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা "মণ্ডলী" শব্দটি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে।

“মণ্ডলী” শব্দটি

“মণ্ডলী” শব্দটির সাথে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, কারণ উহার সাথে সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের শিক্ষার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। “মণ্ডলী” যাহা ইংরেজি চার্চ শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে, তাহা গ্রীক নতুন নিয়মে ১১৪ বার দেখা যায়। এটা বলা সঠিক হবে যে, বর্তমানে এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের পরিত্রাণের পথ কেহ বুঝতে পারবে না যদি সে নতুন নিয়মে এই শব্দের ব্যবহার বুঝতে না পারে।

জাগতিক ভাবে উহার ব্যবহার

শব্দটি ছিল প্রাথমিক ভাবে কোন বিশেষ ভাবে ধর্মীয় অর্থ ছাড়াই সাধারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত একটি শব্দ।

ঐরূপ ব্যাবহারের নমুনা প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে, যেখানে ইফিষীয়তে যে দাঙ্গা বেঁধে ছিল, তাহাতে দেখা যাবে। খ্রীষ্টিয়ানত্ব সম্পর্কে সেখানে সমস্যা বেঁধে ছিল। লোকজন দ্রুত নিকটবর্তী থিয়েটারে উপস্থিত হল এবং দ্বিধায় পড়ে গেল। তাহাদের সমাগত হওয়া সম্পর্কে লেখক, লূক বলেছিলেন, “তখন নানা লোকে নানা কথা বলিয়া চেঁচাইতেছিল, কেননা সভা গোলযোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং কি জন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ লোকে জানিত না” (প্রেরিত ১৯:৩২)।

লূক যে শব্দটি “সভা” হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই পদে তা হল *ekklesia*, ইংরেজিতে উক্ত শব্দটি অনুবাদ করা হয় তবে আমাদের ব্যবহৃত “চার্চ/মণ্ডলী” শব্দটি আসবে। পরিশেষে, নগরের সম্পাদক বললেন,

> কিন্তু তোমাদের অন্য কোন দাবী-দাওয়া যদি থাকে, তবে নিয়মিত সভায় তাহার নিষ্পত্তি হইবে। বস্তুতঃ অদ্যকার ঘটনা প্রযুক্ত উপপ্লব-দোষে বলিয়া দোষী আমাদের নামে অভিযোগ হইবার আশঙ্কাও আছে, যেহেতু ইহার কোন কারণ নাই, এই জনসমাগমের বিষয়ে উত্তর দিবার উপায়-মাত্র আমাদের নাই। ... (প্রেরিত ১৯:৩৯,৪০)।

লূক আরও বলেছিলেন, "ইহা বলিয়া তিনি সভাকে বিদায় করিলেন" (প্রেরিত ১৯:৪১)।

নগরের এই সভার ঘটনায় লূক গ্রীক *ekklesia*, শব্দটি তিনবার ব্যবহার করেছেন (প্রেরিত ১৯:৩২,৩৯,৪১)। তিনি ইহাকে ব্যবহার করেছেন সমাগত হওয়া বুঝাতে, কারণ ৩২ পদে এবং ৪১ পদে সভাস্থ হওয়াকে তিনি *ekklesia* হিসাবে বলেছেন তাহাকে ৩০ পদে তিনি উচ্ছৃঙ্খলা বুঝিয়েছেন। থিয়েটারে সভা অথবা *ekklesia* যথাযথ ভাবে একত্রিত হতে আহবান করা হয় নাই; ইহা শুধুমাত্র একটি ঘটনা যাহা হুজুগে ঘটে ছিল। লূক অবশ্য ৩৯ পদে নিয়মানুসারে সভা একটি *ekklesia* হবার কথা উল্লেখ করেছেন, আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

লুকের এই *ekklesia* এর ব্যবহারের আলোকে, এই শব্দটি নিয়ে চিন্তা করা উত্তম, উহার জাগতিক ভাবে ব্যবহার, যে কোন ধরনের সমাগত হওয়াকে বুঝায়। অনেক সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় অথবা সমাগত হবার জন্য আদেশ দেয়া হয়, এবং অনেক সময় সমাগত হওয়া হঠাৎ ঘটে যায়। লূক এই প্রকার সকল সভাকে *ekklesia* শব্দে ব্যবহার করেছেন।

বর্তমান কালের ভাষাবিদরা বিশ্বাস করেন যে নতুন নিয়মের সময়ে জাগতিক ভাবে *ekklesia*, এর অর্থ "আহূতদের সভা," এর চেয়েও "সাধারণ সমাগত" হওয়াকে আরও অধিক ভাবে বুঝানো হয়েছে। লূকের দ্বারা প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে এই শব্দের ব্যবহার থেকে মনে হয় তাহাদের সিদ্ধান্তই ঠিক।

লূকের *ekklesia* ব্যবহার আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে কিভাবে প্রভু ধর্মীয় ভাবে ব্যবহারের পূর্বে উহা কি প্রকারে জাগতিক ভাবে ব্যবহৃত হত। শব্দের এই পটভূমি আলোচনাই হবে ভিত্তি, যাহার উপরে আমারা আরও অধিক করে বুঝতে পারব যে কিভাবে প্রভু *ekklesia* শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ধর্মীয়ভাবে উহার ব্যবহার

Ekklesia শব্দটি ধর্মীয়ভাবে নতুন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম থেকে পরিষ্কার হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টিয়ানত্বে যিহূদী পটভূমিতে ঈশ্বরের লোকদের সভাস্থ হওয়ার কথা দেখা যায়। সেপ্টুয়াজিনে, অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের বাক্যকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদে, ইস্রায়েলের "সমাজকে" যাহা ইব্রীয় *qahal*, গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল *ekklesia* শব্দ দ্বারা, বিশেষ করে "সমাজ" শব্দটি তখনই ব্যবহার করা হয়েছে যখন ইস্রায়েলের সকলকে "সমাজ" হিসেবে সদা-প্রভুর সাক্ষাতে ধর্মীয় কারণে উপস্থিত হইতে হইত (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৬; ৩১:৩০; ১রাজাবলী ৮:৬৫; প্রেরিত ৭:৩৮)।

"সমাজ গৃহ" শব্দটি নির্দিষ্ট কোন কারণে সকল লোকদের সমাগত হওয়া বুঝাতেই ব্যবহৃত হইত। পরবর্তীতে, ঐ শব্দটি খ্রীষ্টিয়ানগন ধর্মীয় কারণে সমাগত হওয়ার জন্য ব্যবহার করত, যাহারা উপাসনার জন্য একত্রিত হইত। যাকোব, সমাজ গৃহ, এবং সভা উভয় গ্রীক শব্দ ব্যবহার করছেন, তাহার প্রতীয়মান কারণ হল, যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানগনই ছিল তাহার লেখার পাঠক। তিনি সমাজ গৃহ ব্যবহার করেছেন সেই খ্রীষ্টিয়ানদের সমাজের জন্য, যাহারা উপাসনার জন্য সমাগত হয়েছিল (যাকোব ২:২), এবং সভা ব্যবহার করেছেন কোন এক নিদিষ্ট এলাকার স্থানীয় বিশ্বাসীদের বুঝাতে (যাকোব ৫:১৪)।

অতএব, যেহেতু প্রভু একটি শব্দ তাহাদের জন্য বাছাই করেছেন যাহারা পরিত্রাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের এক বিশেষ ধরনের লোক হবেন, সেহেতু তিনি "মণ্ডলী" শব্দটিই বাছাই করেছেন (মথি ১৬:১৮), যাহার সম্ভবত অর্থ হল, জাগতিক ভাবে একটি "সভা,"কিন্তু ইহার পুরাতন নিয়মের ব্যবহার ছিল "ঈশ্বরের লোকদের সভা" অর্থে। আমাদের প্রভু একটি জাগতিক শব্দ নিলেন এবং বিশেষ এক ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার করলেন। তাঁহার এই শব্দটি বাছাইয়ে, উহার জাগতিক ও ধর্মীয় পটভূমি হতে এনে তিনি নিজেই এক নতুন অর্থ দান করলেন। শব্দটি যে ব্যবহার কল্পে যীশু দিয়েছিলেন, তা হল– খ্রীষ্টের রক্তে যাহারা বিশ্বের সর্বত্র পরিত্রিত হয়েছেন, তাহারা একত্রে একস্থানে সমাগত হোক আর নাই হোক তাহাদেরকে বোঝাতে (প্রেরিত ৮:৩;

ইফি ১:২২)।

Ekklesia শব্দটির দ্বারা অন্য একটি ধারণা নতুন নিয়মে দেখানো হয়েছে, তা হল "আহূত" হওয়া অথবা "পৃথক করা।" যদিও সাধারণ ভাবে এই অর্থে শব্দটি তেমন ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা কিন্তু খ্রীষ্টের বিশেষভাবে ব্যবহৃত শব্দ। মানুষের জন্য যে প্রকৃতি উৎসর্গিত হয়েছে উক্ত শব্দের মাধ্যমে এই ধারণাই তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর লোকদের বলেছিলেন, "কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন" (প্রেরিত ২:৩৯)। পৌল থিষলনীকীয়দের বলেছিলেন, "যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্য রূপে চল, যিনি আপন রাজ্যে ও প্রতাপে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন" (১থিষ ২:১২)। সু-সমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বর তাহাদের আহবান করেছিলেন। পৌল বলেছেন, "সেই অভিপ্রায়ে আমাদের সু-সমাচার দ্বারা তোমাদিগকে আহ্বানও করিয়াছেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপ লাভ করিতে পার" (২থিষ ২:১৪)। অতএব যাহারা সু-সমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আহূত হয়েছিলেন, তাহাদেরকে "মণ্ডলী" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন (১করি ১:১-৩)।

অধিকন্তু, কলসীয় মণ্ডলীকে পৌল বলেছিলেন, "তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন; ইহাতেই আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত হইয়াছি" (কল ১:১৩,১৪)। পিতর বলেছেন, "তাঁহারই গুণকীর্তন কর, যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন" (১পিতর ২:৯বি)। পিতর আরও বলেছিলেন, "কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও" (১পিতর ১:১৫)।

যীশু "মণ্ডলী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন সকল খ্রীষ্টিয় যুগের ঈশ্বরের লোকদের লক্ষ্য করে কোন এক বিশেষ এলাকা অথবা সময়ের অর্থে নয়। যদিও বর্তমান সময়ের কোন খ্রীষ্টিয়ানই ঐ স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্য নয় যাহা পঞ্চাশত্তমীর দিনে স্থাপিত হয়েছিল, সর্ব সময়ের এবং সর্ব এলাকার সত্যিকারের খ্রীষ্টিয়ানগনই প্রভুর সেই মণ্ডলীর সদস্য যাহা ঐ দিনে তিনি স্থাপন করেছিলেন। যীশুর

পুনরুত্থানের পরে, সর্ব সময়ের জন্য, যিরূশালেমে প্রথম পঞ্চাশত্তমীর দিনে, মণ্ডলী একবারই স্থাপিত হয়েছিল। ইহার একমাত্র একটি জন্ম দিন আছে; ইহা প্রতিটি দেশে প্রতিটি শতাব্দীতে পূনঃ জন্ম অথবা নির্দিষ্ট কোন ভ্রান্ত সময়ের পরে জন্ম নিবে না।

উহার প্রায়োগিক ব্যবহার

আমরা আশা করব যীশু এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন নিয়মে বিশেষ ভাবে "মণ্ডলী" শব্দের ব্যবহার যোগ্য কোন অর্থ দেয়া হয়েছে, এবং সত্যিকারে উহাই আমরা দেখতে পাব।

প্রায়োগিক ব্যবহারে, ঈশ্বরের লেখকগণ "মণ্ডলী" শব্দটি চারভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, তাহারা উহা ব্যবহার করেছেন নির্দিষ্ট কোন এলাকার স্থানীয় ঈশ্বরের লোকদের উদ্দেশ্যে। পৌল লিখেছিলেন করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত হয়েছিল (১করি ১:২)। ফিলিপীয় মণ্ডলীকে দেখানো হয়েছে, "খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্র লোক যাহারা ফিলিপীয়তে আছে" (ফিলি ১:১)। থিষলনীকীয়দের মণ্ডলীর সাধুদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টে স্থিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলীর সমীপে" (১থিষ ১:১)। কোন নির্দিষ্ট এলাকার সকল খ্রীষ্টিয়ানদেরকে ঐ স্থানের "মণ্ডলী" বলা হয়েছে। সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রকাশ হল খ্রীষ্টিয়ানদের স্থানীয় মণ্ডলী। যখন কেহ খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য হবেন, সে যেখানে বসবাস করবে সে সেই খানের খ্রীষ্টিয়ানদের দেহের অংশ হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, অনুপ্রাণিত লেখকগণ "মণ্ডলী" শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন কোন অঞ্চলের নির্দিষ্ট মণ্ডলীগুলিকে বুঝাতে। লূক লিখেছিলেন, "তখন যিহূদীয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল" (প্রেরিত ৯:৩১)। অনেক সময় কোন অঞ্চলের মণ্ডলীকে বহুবচনে "মণ্ডলী গুলি" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌল লিখেছিলেন "গালাতীয় মণ্ডলীগনের" যখন তিনি গালাতীয়ের প্রতি পত্র লিখেছিলেন (গালা ১:২)। "মণ্ডলী" শব্দের ব্যবহার বাক্যানুসারেই হয়ে থাকবে যদি

আমরা ইউরোপের মণ্ডলী অথবা ইউরোপের মণ্ডলীগনের সমীপে লিখি।

তৃতীয়ত, নতুন নিয়মের লেখকরা "মণ্ডলী" শব্দটি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, মণ্ডলী কিভাবে তৈরি হয়েছে। কোন ধরনের লোক মণ্ডলীগনের মধ্যে আছে সেই অনুযায়ী তাহারা উহা ব্যবহার করেছেন। রোমীয় ১৬ অধ্যায়ে পৌল "পরজাতিয়দের সমুদয় মণ্ডলীর" প্রতি তাহার শুভেচ্ছায় লিখেছিলেনঃ "খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিষ্কা ও আক্কিলাকে মঙ্গলবাদ কর; তাহারা আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া দিয়াছিলেন; কেবল আমিই যে তাহাদের ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু পরজাতীয়দের সমুদয় মণ্ডলীও করে; আর তাহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকেও মঙ্গলাবাদ কর" (রোমীয় ১৬:৩-৫)।

চতুর্থত, এই আ-অনুপ্রাণিত লেখকগণ "মণ্ডলী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাহাদের উদ্দেশ্যে যাহারা উপাসনার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। উপাসনার জন্য একত্রিত না হলেও মণ্ডলী থাকবে, কিন্তু "মণ্ডলী" শব্দটি নির্দিষ্টভাবে কোন স্থানের মণ্ডলীতে উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। পৌল করিন্থীয়দেরকে মণ্ডলী হিসেবে উল্লেখ করেছেন যখন তাহারা সমবেত হতেন (১করি ১১:১৮)। তিনি মণ্ডলী গুলিতে মহিলাদের নীরব থাকতে বলেন, "যেমন পবিত্রগণের সমস্ত মণ্ডলীতে হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব থাকুক, কেননা কথা কহিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যায় না, বরং যেমন ব্যবস্থাও বলে, তাহারা বশীভূতা হইয়া থাকুক" (১করি ১৪:৩৪)। তিনি অবশ্যই মণ্ডলীর উপাসনায় সমবেতকে বুঝিয়েছেন এই পদে।

"মণ্ডলীকে" যেভাবেই বুঝানো হউক না কেন, তিনি তাহাদের বুঝিয়েছেন যাহারা খ্রীষ্টের সু-সমাচারে বাধ্যতার মাধ্যমে খ্রীষ্টের দেহে প্রবেশ করেছেন। একজন খ্রীষ্টিয়ানকে পৃথিবীর মধ্য হতে এবং অন্ধকার হতে আহূত করে ঈশ্বরের কৃপায়, দেহে প্রবেশ করিয়েছেন যাহাকে খ্রীষ্ট ও অনুপ্রাণিত লেখকগণ "মণ্ডলী" নামে অভিহিত করেছেন।

উপসংহার

নিশ্চয়ই এই স্বল্পাকারের আলোচনায় যে শব্দটি ঈশ্বর তাঁহার লোকদেরকে বুঝাতে মনোনীত করেছেন, তাহা আমাদেরকে তাঁহার রাজ্যে, এবং তাঁহার মণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করায়। ঈশ্বর ঐ জাগতিক শব্দগুলি নিয়ে উহার সাথে অতিরিক্ত অর্থ যুক্ত করেছিলেন এবং যাহারা সু-সমাচারের মাধ্যমে তাঁহার কৃপায় পরিত্রাণের জন্য আহবান করা হয়েছে তাহাদের উপরে ব্যবহার করলেন। অতএব এই শব্দটি সকলের জন্য ব্যবহার যোগ্য যাহারা ঈশ্বরের শাসনে নিজেদের উৎসর্গিত করে এবং খ্রীষ্টের রক্তে যাহারা উদ্ধার পেয়েছে। পিতৃ পুরুষদের এবং মোশির দীর্ঘ সময় ধরে, ঈশ্বর তাঁহার বিশেষ লোকদের জন্য, পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁহার ভাববাদীদের ভাববানী করিতে যা অ-অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি উহার সব কিছুই পরিপূর্ণ করেছেন। এখন তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করা ও তাঁহার মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া একমাত্র আপনার উপরেই নির্ভর করবে।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 286 পৃষ্ঠায়)

১। রাজা ও রাজ্য শব্দের আলোকে ঈশ্বরের সাথে ইস্রায়েলের সম্পর্কের আলোচনা করুন।

২। ঈশ্বরের রাজ্যে, ইস্রায়েলের উপরে একজন প্রথম রাজা হিসেবে, শৌলের কোন ধরনের দায়দায়িত্ব ছিল?

৩। রাজ্য আসতেছে দানিয়েলের এই ভাববানী থেকে কোন ধরনের বা কি কি শিক্ষা আমরা পেতে পারি? (দানিয়েল ২:৪৪ দেখুন।)

৪। নতুন নিয়মে "রাজ্য" শব্দটির ক্রমশঃ স্বল্প ব্যবহার লক্ষ্য করুন। ইহার অর্থ কি?

৫। ব্যাখ্যা করুন কিভাবে একজন বর্তমানে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই সাথে অনন্তকালীন রাজ্যের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। (২তীম ৪:১৮ দেখুন।)

৬। নতুন নিয়মে কতবার "মণ্ডলী" শব্দটি দেখা যায়, এবং উক্ত শব্দ

সম্পর্কে কি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

৭। নতুন নিয়মে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে "মণ্ডলী" শব্দের জাগতিক ব্যবহার উল্লেখ করুন। কোথায় পাওয়া যাবে সেই পদের উল্লেখ করুন।

৮। জাগতিক অর্থে "রাজ্য" শব্দটি কি সর্বদা ধর্মীয় ভাবে সমবেত হওয়াকে বুঝায়? উহা কি সর্বদা "আহূতদের" সভা বুঝায়, যাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে আহবান করা হয়েছে?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

খ্রীষ্টের কনেঃ মণ্ডলী। খ্রীষ্টের সাথে মণ্ডলীর সম্পর্ককে তুলনা করা হয়েছে স্বামী ও তাঁহার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক দিয়ে। (ইফি ৫:২২-২৯ দেখুন।)

দৃষ্টান্তঃ আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে যীশু অনেক সময় দৈনন্দিন জীবন থেকে অনেক গল্প ব্যবহার করেছেন (মথি ১৩:৩৪)।

পিতৃপুরুষদের যুগ বা সময়ঃ বাইবেল ইতিহাসের তিনটি সময়ের একটি। প্রথমটি হল পিতৃপুরুষদের সময়, যখন ঈশ্বর পরিবারের কর্তাদের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলতেন। পরবর্তী ছিল, মোশির সময়, যখন ইস্রায়েল সন্তানগন মোশির কাছে দেওয়া ব্যবস্থার অনুসরণ করত (যাহার মধ্যে দশ আজ্ঞা ছিল)। এই সময় যীশুর ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত বর্তমান ছিল। শেষ যুগ হল খ্রীষ্টিয়ান যুগ। এই যুগে, পরিত্রাণ প্রাপ্তগন মণ্ডলীতে যুক্ত হইত এবং শিক্ষার ও উপাসনার একমাত্র ঐশ্বরিক মাধ্যম ছিল নতুন নিয়ম। এই যুগ যীশুর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে।

ভাববাণীঃ ভাববাদীদের অনুপ্রাণিত বাক্য, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়; ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় অনেক সময় ভবিষ্যতের কথা বলা হত।

শমূয়েলঃ পুরাতন নিয়মের একজন মহান ভাববাদী, যাজক এবং বিচারক।

অসীম ক্ষমতার অধিকারীঃ একজন রাজা অথবা অন্য শাসনকর্তা, যাহার অসীম ক্ষমতা আছে। ১তিম ৬:১৪,১৫ পদে উল্লেখ করেছে যে খ্রীষ্টই "পরম ধন্য, একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা, প্রভুত্বকারীদের প্রভু।"

নতুন নিয়মের মণ্ডলী

প্রতিষ্ঠাতাঃ	**কোথায়ঃ**	**কখনঃ**	**মস্তক/প্রধানঃ**
খ্রীষ্ট	**যিরূশালেম**	**এডি ৩৩**	**খ্রীষ্ট**
মথি ১৬:১৮	যিশা ২:৩; প্রেরিত ২:৫,৪৭	প্রেরিত ২	ইফি ১:২২

সংগঠন ফিলি ১:১	**প্রাচীনগনঃ** তীত ১:৫; ১পিত ৫:১-৩; প্রেরিত ২০:২৮; ১তীম ৩:১-৭; **পরিচারকগনঃ** প্রেরিত ৬:১-৬; ১তিম ৩:৮-১৩; **সদস্যগনঃ** প্রেরিত ২:৪১-৪৭; কল ১:১৩; ১করি ১:২
মণ্ডলীর জন্য উপাধি ইফি ৩:১৫	**মণ্ডলীঃ** কল ১:১৮,২৪; **খ্রীষ্টের দেহঃ** ইফি ১:২২,২৩; **রাজ্যঃ** প্রেরিত ৮:১২; **খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীঃ** রোম ১৬:১৬; **ঈশ্বরের মণ্ডলীঃ** ১করি ১:২; প্রেরিত ২০:২৮; **ঈশ্বরের বাটিঃ** ইফি ২:১৯; ১তীম ৩:১৫; **প্রভুর শিষ্যঃ** প্রেরিত ৯:১; **ঈশ্বরের মন্দিরঃ** ১করি ৩:১৬; **প্রথম-জাতদের মণ্ডলীঃ** ইব্রীয় ১২:২৩
খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য উপাধি ইফি ৩:১৫	**শিষ্যগনঃ** প্রেরিত ১১:২৬; **সাধুবর্গঃ** ১কর ১:২; ফিলি ১:১; **ঈশ্বরের সন্তানগনঃ** গালা ৩:২৬; ১যোহন ২:১; **ভ্রাতাগনঃ** লূক ৮:২১; গালা ৬:১; **খ্রীষ্টিয়ানগনঃ** প্রেরিত ১১:২৬; ২৬:২৮; ১পিতর ৪:১৬
মতবাদ	**যীশু খ্রীষ্টঃ** মথি ১৬:১৬-১৮; প্রেরিত ৮:৩৭
বিশ্বাস ও পালনীয় ব্যাবস্থাঃ ঈশ্বরের বাক্য	**সমস্ত শক্তিঃ** মথি ২৮:১৮-২০; রোম ১:১৬; ইব্রীয় ৪:১২; **মণ্ডলীর পরিষদঃ** ২তিম ৩:১৬,১৭; ২পিত ১:৩; **রাজ্যের বীজঃ** মথি ১৩:৩; লূক ৮:১১; **আত্মার খড়্গঃ** ইফি ৬:১৭
উপাসনা	**গানঃ** কল ৩:১৬; **প্রার্থনাঃ** ১থিষ **৫:১৭; শিক্ষাঃ** প্রেরিত ২০:৭; **প্রভুরভোজঃ** প্রেরিত ২০:৭; ১করি ১১:২৩; **দানঃ** ১করি ১৬:১,২
মিশন	**আত্মাদের পরিত্রানঃ** মথি ২৮:১৮-২০; যোহন ৬:৪৫; ইফি ৩:১০; ১তীম ৪:১৬
সতর্ক বার্তা	**সত্যে থাকাঃ** গালা ১:৬-৮; মথি ১৫:৯,১৩; ২করি ১১:৩; প্রকা ২২:১৮, ১৯; ২যোহন ৯